ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০

(১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন)

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকা বিদ্যুত্ বিতরণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ

১৷ (১) এই আইন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) ইহা বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় প্রযোজ্য হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “কর্তৃপক্ষ”অর্থ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ;

(খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

[১][(গ) “বৃহত্তর ঢাকা এলাকা” অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল থানা, নারায়ণগঞ্জ জেলার বাকতাবালী ও আলীরটেক ইউনিয়ন ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ থানা, ফতুল্লা থানা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এবং গাজীপুর জেলার টংগী পৌরসভা এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষিত তত্সন্নিহিত কোন এলাকা;]

(ঘ) “বোর্ড” অর্থ Bangladesh Water and Power Development Boards Order, 1972 (P.O. No. 59 of 1972) দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড;

[২][***]

(চ) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য ।

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৩৷ (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বৃহত্তর ঢাকা এলাকার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ নামে

একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী

৪। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

[৩][(ক) বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বিদ্যুৎ উত্পাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও বিক্রয় এবং এতদ্‌সংক্রান্ত স্থাপনা ও ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;]

খ) গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সংগে সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকৌশলগত প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে উহার বাস্তবায়ন;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় ১৩২ কেভি বিদ্যুত্ লাইন বা উপকেন্দ্র হইতে শুরু করিয়া নিম্নতর কেভি লাইন বা উপকেন্দ্র পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) উপরি-উল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসংগিক অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

কর্তৃপক্ষের গঠন

৫। (১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তাঁহারা বিধি দ্বারা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন করিবেন।

কর্তৃপক্ষের সভা

৬। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) ন্যুনতম দুইজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের সভায় কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তত্কর্তৃক নির্দেশিত উহার কোন সদস্য।

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

কর্তৃপক্ষের সহিত বোর্ডের সম্পর্ক

৭। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নিকট হইতে থোক গ্রাহক হিসাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এবং প্রয়োজনবোধে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বিদ্যুৎ ক্রয় করিবে এবং উহা গ্রাহকের নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বিক্রয় করিবে।

অন্যান্য উৎস হইতে কর্তৃপক্ষের বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষমতা

[৪][৭ক। কর্তৃপক্ষ সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন স্থাপিত কোন উত্পাদনকারী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ও অন্যান্য শর্তাধীনে বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে পারিবে।]

কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সী

৮। কর্তৃপক্ষ Electricity Act, 1910 (IX of 1910) এর অধীন লাইসেন্সী (licensee) বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত এ্যাক্টের অধীন লাইসেন্সীর (licensee) যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং দায়িত্ব পালন করিবে।

তহবিল

৯। (১) ঢাকা বিদ্যুত্ বিতরণ কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) উক্ত তহবিলে অনুলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী;

(খ) সরকার হইতে গৃহীত ঋণ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী;

(ঘ) কোন উত্স হইতে গৃহীত ঋণ বা প্রাপ্ত মঞ্জুরী;

(ঙ) বিদ্যুত্ বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চ) অন্য কোন উত্স হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৩) উক্ত তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৪) উক্ত তহবিল হইতে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা

১০। কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশ বা বিদেশের কোন উত্স হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

বার্ষিক বাজেট বিবরণী

১১। কর্তৃপক্ষ প্রতি বত্সর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বত্সরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বত্সরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

১২। (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বত্সর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, বা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৩। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কোন কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

বকেয়া পাওনা আদায়

১৪। বিদ্যুত্ সরবরাহের জন্য কর্তৃপক্ষের অনাদায়ী প্রাপ্য সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

কর্তৃপক্ষের জন্য জমি অধিগ্রহণ

১৫। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোন জমি প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহা The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (II of 1982) এর বিধান মোতাবেক হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।